লিল্লাহ ট্রাস্ট প্রকাশনা

মুমিনর দুর্গ

ভূমিকা

আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কর্তৃক শেখানো নির্দিষ্ট দোয়াগুলি সংগ্রহ, সংকলন এবং নির্বাচন করেছি, যা প্রতিদিনের ভিত্তিতে প্রতিটি অনিষ্ট ও ক্ষতির বিরুদ্ধে আল্লাহর (اللّٰهُ سبحانه وتعالى) আশ্রয় প্রার্থনা করার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

সকাল ও বিকাল আধকার
(সমস্ত অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য)

সকাল ও বিকেলের আযকার হলো আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দু'আ ও স্মরণের একটি সংগ্রহ। একজন মুসলিমের প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে এই দু'আগুলো পাঠ করা উচিত।

আল্লাহ (اللّٰهُ سبحانه وتعالى) নবী (ﷺ) এবং মুমিনদেরকে সূরা আল আহজাবের ৪১ থেকে ৪২ আয়াতে সকাল ও বিকেলে তাঁকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সকাল ও বিকেলের আযকার হলো হিংসা, জাদু, বদ নজর এবং শয়তানের কুচক্র সহ সকল ধরণের মন্দ থেকে সুরক্ষা। আমাদের প্রতিদিন বোধগম্যতা, দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমাদের হৃদয়ের উপস্থিতি সহ এই দু'আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত।

সকালের আযকারের জন্য সর্বোত্তম সময় হল ফজর এবং সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় এবং সন্ধ্যার আযকারের সর্বোত্তম সময় হল আসর এবং সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়।

সকাল এবং বিকেলের আদখার কখন পড়া উচিত?

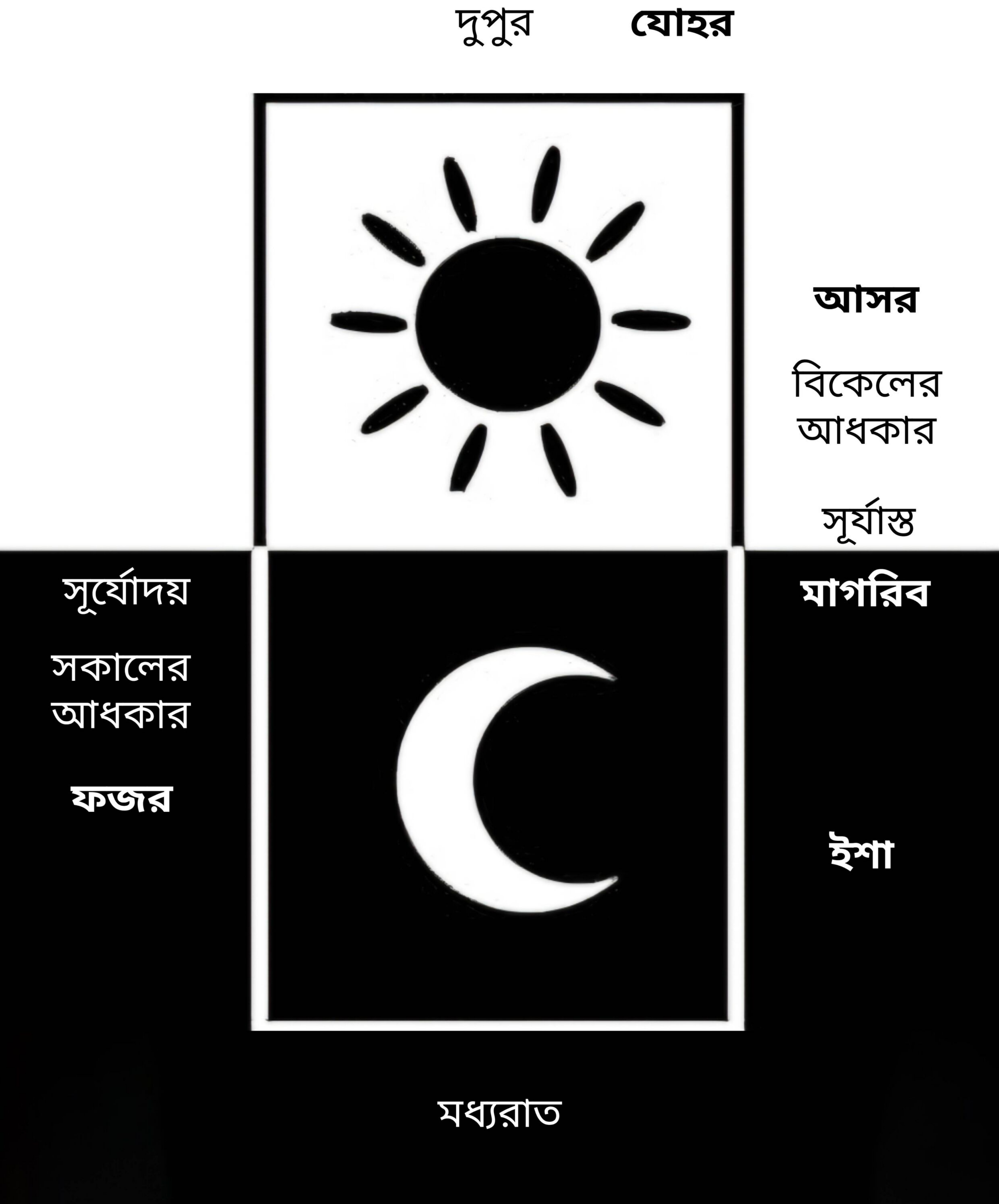

আয়াতুল কুরসি

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ، لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ،
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا
يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ ،
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُوْدُهُ
حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

আউদু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির-রাজিম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া, আল-হায়্যুল-কাইয়ুম, লা তাখুদুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম, লাহু মা ফিস-সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল-আরদ। মান ঢাল-লধি ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহু ইল্লা বি-ইদনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহিতুনা বি শাইম-মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা শা'আ। ওয়াসিয়া কুরসিয়ুহুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদ, ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফদুহুমা ওয়া হুওয়াল-'আলিয়্যুল-'আদীম।"

আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সকলের প্রতিপালক। তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না, ঘুমও তাকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা একমাত্র তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন তাদের সামনে কী আছে এবং তাদের পরে কী হবে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া বেষ্টন করে না। তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। এবং তিনি সর্বোচ্চ, মহান।

উবাই বিন কা'ব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে খেজুর ছিল যা প্রতিদিন ব্যাখ্যাতীতভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছিল। এটির উপর কড়া নজর রাখার সময় তিনি চোরটিকে একটি জিন দেখতে পেলেন যার চামড়া এবং পাঞ্জা ছিল একটি কিশোর বালকের মতো, কিন্তু চামড়া এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। উবাই এই জিনের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন এবং তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার শ্রেণীর লোকদের থেকে আমাদের কী রক্ষা করবে?" জিনটি উত্তর দিল: "সূরা বাকারার এই আয়াত, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু-আল-হায়্যুল-কাইয়ুম, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এটি বলবে, সে সকাল পর্যন্ত আমাদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে, আর যে ব্যক্তি সকালে এটি বলবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে।" সকালে উবাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে এই কথা জানালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "শয়তান সত্য বলেছে।"

[আন-নাসাঈ, আত-তাবারানী এবং অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ। আল-আলবানী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলে যাচাই করা হয়েছে (সহীহ-উত-তারগীব 662 এবং আস-সহীহা 3245)। শায়খ মোহাম্মদ জিবালী বলেন: এই হাদিসের সকাল এবং সন্ধ্যা নির্দিষ্ট করে এমন অংশ সম্পর্কে আল-আলবানীর সন্দেহ ছিল, তবে আবুল-হাসান আস-সুলাইমানি আল-মা'রিবীও এটিকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন।]

বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম। কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস-সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল-লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম। কুল আ'উদু বি রব্বিল-ফালাক মিন শাররি মা খালাক ওয়া মিন শাররি গাসিকীন ইধা ওয়াকাব ওয়া মিন শাররিন-নাফ্‌ফা-সাতি ফিল 'উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইদা হাসান

বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম। কুল আউদু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাদী ইউওয়াসউইসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়। বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক, অভাবমুক্ত মালিক, যিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণ করেননি, এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (১১২)

পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। বলুন, আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা ডুবে যায়, এবং গিঁটে ফুঁ দেওয়ার অনিষ্ট থেকে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩)

পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। বলুন, আমি মানুষের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের বাদশাহ, মানুষের উপাস্যের অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তারা জিন হোক বা মানুষ। (১১৪)

আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "কথা বলো।" আমি বললাম, "আমি কী বলব?" নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং সকালে তিনবার করে বলো, 'তিনিই আল্লাহ, এক' (১১২:১) এবং আশ্রয়ের দুটি সূরা, আল-ফালাক্ব এবং আল-নাস। সবকিছুর বিরুদ্ধে এগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

সূত্র: সুনান আত-তিরমিযী ৩৫৭৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ،
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، إِلٰهِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ
شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বিসমিল্লাহিল-লাযী লা ইয়াদুরু মা’আস-মিহি শাই’উন ফিল-আরদী ওয়া লা ফিস-সামা’ই, ওয়া হুওয়াস-সামি’উল-‘আলীম

আল্লাহর নামে, যার নামের মাধ্যমে, পৃথিবীতে বা আসমানের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ

উসমান বিন ‘আফফান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করে: ‘বিসমিল্লাহিল-লাযী লা ইয়াদুরু মা’আস-মিহি শাই’উন ফিল-আরদী ওয়া লা ফিস-সামা’ই, ওয়া হুওয়াস-সামি’উল-‘আলীম’ (আল্লাহর নামে, যার নামের মাধ্যমে, পৃথিবীতে বা আসমানের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ), তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

সুনান আবু দাউদ ৫০৮৮; আত-তিরমিযী ৩৩৮৮

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

হাসবিয়ে-আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ‘আলাইহি তাওক্কালতু, ওয়া-হুয়া রব্বুল-‘আরশিল-‘আযীম

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক।

আবু আল-দারদা’ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার সূরা আল-কুরআন পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ে যথেষ্ট হবেন।”

ইবনে আস-সুন্নী (নং ৭১), আবু দাউদ ৪/৩২১। উভয় বর্ণনা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মারফু১) সাথে সম্পর্কিত। বর্ণনার সনদ সহীহ (সহীহ)।ইবনে আস-সুন্নী।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করল যে, একটি বিচ্ছুর কামড়ে সে খুব বেশি আহত হয়েছে। নবী (সাঃ) তাকে বললেন: "নিশ্চয়ই, যদি তুমি গত সন্ধ্যায় বলতে, তাহলে এটি কোন ক্ষতি করত না:

আ'যু বি-কালিমাতিল-লাহিত-তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক

আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির সকল কিছু থেকে।

অন্য বর্ণনায় নবী (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে..সে রাতে কোন হুমাতুন (বিষাক্ত প্রাণীর কামড় বা দংশন) তার কোন ক্ষতি করবে না।"

সুহাইল (বর্ণনাকারীদের একজন) বলেন, "আমাদের পরিবার এটি শিখত এবং তারা প্রতি রাতে এটি বলত। তাদের মধ্যে একটি মেয়েকে কামড়ানো হয়েছিল, কিন্তু সে কোন ব্যথা অনুভব করত না।"

[মুসলিম ২৭০৯, আবু দাউদ এবং অন্যান্যদের দ্বারা রেকর্ডকৃত]

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

আবু বকর আস-সিদ্দীক, আবু হুরায়রা এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (رضي الله عنهم), সকলেই বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ঘুমানোর সময় বলতে শিখিয়েছেন:

আল্লাহুম্মা আলিমাল-গায়বী ওয়াশ-শাহাদাহ, ফাতির আস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদ, রাব্বা কুল্লি শায় ইন ওয়া-মালিকাহ, আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত, আউদু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া-মিন শার-রিশ-শায়তানি ওয়া শিরতানি ওয়া-শিরআনকি, ওয়া-মিন শার-শয়তানি ওয়া-শিরআনকি। আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

হে আল্লাহ, গায়েব ও সাক্ষী জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, সকল কিছুর প্রভু ও সার্বভৌমত্ব! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে আমার নিজের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক থেকে, এবং নিজের ক্ষতি করা থেকে অথবা অন্য কোন মুসলিমের দিকে তা পরিচালনা করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[আবু দাউদ, আত-তিরমিযী ৩৩৯২ এবং ৩৫২৯, এবং অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ। আল-আলবানী (আস-সহীহা ২৭৫৩, ২৭৬৩, ৩৪৪৩) দ্বারা প্রামাণিক বলে যাচাইকৃত]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্ধ্যা ও সকালে নিম্নোক্ত দুআ করা ছেড়ে দিতেন নাঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল-‘আফওয়া ওয়াল’ আফিয়াতা ফিদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল-‘আফওয়া ওয়াল’ আফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়া-দুনিয়া ওয়া-আহলি ওয়া-মালি। আল্লাহুম-মাস্তুর আওরাতি ওয়া-আমীন রা’আতি। আল্লাহুম-মাহফাদনি মিন বায়নি ইয়াদাইয়া ওয়া-মিন খলফি, ওয়া-আন ইয়ামিনী ওয়া-আন শিমালি, ওয়া-মিন ফাওকী, ওয়া-আউদু বি-আদামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতি।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ইহ ও পরকালের জন্য ক্ষমা ও মঙ্গল কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার ধর্ম, দুনিয়া, পরিবার এবং সম্পদের ক্ষমা ও কল্যাণ কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমার দুর্বলতা গোপন করো এবং আমার ভয় দূর করো। হে আল্লাহ, আমাকে আমার সামনে থেকে, পিছনে থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে এবং উপর থেকে রক্ষা করো; এবং আমি তোমার মহত্ত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নীচ থেকে আক্রমণ করা থেকে।

[ইবনে মাজাহ ৩৮৭১, আবু দাউদ ৫০৭৪, আন-নাসাঈ এবং অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ। আল-আলবানী (আল-কালিম-উত-তাইয়িব ২৭ এবং সহীতুল তারগিব ৬৫৯) দ্বারা নির্ভরযোগ্য বলে যাচাই করা হয়েছে]

يَاحَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ
أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا
تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) তাঁর কন্যা ফাতিমা (رضي الله عنها) কে বলেছেন: “আমি তোমাকে যা আদেশ করছি তা শুনতে তোমাকে কি বাধা দিচ্ছে - সকাল ও সন্ধ্যায় বলতে:

ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, বি-রহমাতিকা আস্তাগিছ। আসলিহ লি শা'নি কুল্লাহ, ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাতা 'আইন

হে তুমি যিনি সর্বদা জীবিত এবং পূর্ণ দায়িত্বে আছো, তোমার রহমতের মাধ্যমে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি; আমার সমস্ত বিষয় সংশোধন করো, এবং আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার হাতে ছেড়ে দিও না।

[আন-নাসাঈ, আল-বাযযার এবং অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ। আল-আলবানী দ্বারা হাসান হওয়ার সত্যতা (সহীহুত-তারগিব ৬৬১ এবং আস-সহীহা ২২৭)

اللَّهُمَّ عَافِـنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِـنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكُفْر، وَالفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

আবূ বাকরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার বলতে শুনেছেন:

আল্লাহুম্মা ‘আফিনি ফী বদনী, আল্লাহুম্মা’ আফিনি ফি সামি, আল্লাহুম্মা ‘আফিনি ফি বাসরি, লা ইলাহা ইল্লা আঁত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ’উদু বিকা মিনাল-কুফরি ওয়াল ফকরি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আ’উদু বিকা মিন আধাবিল-কবরি, লা ইলাহা ইল্লা আঁত।

হে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার শরীরে সুস্থ করে দাও। হে আল্লাহ, আমার শ্রবণশক্তি রক্ষা করুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টি রক্ষা করুন। তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই।

[আবু দাউদ আন-নাসায়ী এবং অন্যান্যদের দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছে। আল-আলবানী (আল-আদাব-উল-মুফরাদ ৭০১) দ্বারা হাসান বলে যাচাই করা হয়েছে]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আবু হুরায়রা এবং আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি সকালে (এবং সন্ধ্যায়) একশ বার এই দরূদ পাঠ করবে, তা দশটি দাস মুক্ত করার সমতুল্য হবে, তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে একশটি পাপ মুছে ফেলা হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত এটি তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবে; এবং (বিচারের দিন) এর চেয়ে ভালো আমল কেউ নিয়ে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে (এটি বলার ক্ষেত্রে) তার চেয়ে এগিয়ে থাকবে।”

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল-হামদু, ওয়া-হুওয়া 'আলা কুল্লি শায়'ইন কাদীর।

আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি একা, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই, তিনি সকল প্রশংসার যোগ্য, এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

[আবু হুরায়রার বর্ণনা আল-বুখারী (৩২৯৩, ৬৪০৩) এবং মুসলিম (২৬৯১) দ্বারা লিপিবদ্ধ। ইবনে আমরের বর্ণনায় সন্ধ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (বন্ধনীর মধ্যে) এবং নাসাঈ, আহমদ এবং অন্যান্যরা এটি লিপিবদ্ধ করেছেন; আল-আলবানী (আস-সহীহা ২৭৬২ এবং সহীহ-উত-তারগিব ৬৫৮) দ্বারা এটি হাসান বলে প্রমাণিত হয়েছে।]

উপসংহার

আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা আল-আহযাব ৩৩, আয়াত ৪১-৪২)

অতএব, [হে মুহাম্মদ], ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তোমাদের পালনকর্তার প্রশংসা সহকারে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো। (সূরা গাফির ৪০, আয়াত ৫৫)

অতএব, [হে মুহাম্মদ], তারা যা বলে তার উপর ধৈর্য ধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো, এবং রাতের কিছু অংশে এবং সিজদার পরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। (সূরা কাফ ৫০, আয়াত ৩৯-৪০)

আল-হারিস আল-আশ'আরী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন: “... আর আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তির মতো যাকে শত্রুরা তীব্রভাবে তাড়া করছে যতক্ষণ না সে একটি নিরাপদ দুর্গে পৌঁছে যেখানে সে তাদের বিরুদ্ধে আশ্রয় নেয়। একইভাবে, আল্লাহর প্রশংসা না করে কেউ নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।” [তিরমিযী, ইবনে হিব্বান এবং অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ, আল-আলবানী দ্বারা প্রামাণিক বলে যাচাই করা হয়েছে (সহীহ উট-তারগিব ওয়াত-তারহীব নং ৫৫২)]

যখন আমরা একটি প্রশংসা বলি, এর অর্থ বুঝতে পারি, এর শক্তিতে বিশ্বাস করি এবং এর ফলাফলের উপর বিশ্বাস করি, তখন এটি আমাদের চারপাশে একটি শক্তিশালী ঢাল তৈরি করে যা আমাদের শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এই শর্তগুলি ছাড়া, প্রশংসা তত কার্যকর হয় না। এছাড়াও, আমরা যত বেশি প্রশংসা করবো, ঢাল তত শক্তিশালী হবে, যার ফলে শয়তানের পক্ষে এতে প্রবেশ করা এবং আমাদের ক্ষতি করা কঠিন হয়ে পড়বে।